# প্রতিবেদন

## মুজিবনগর দিবস স্মরণে বিলিয়ার ‘গোল-টেবিল’ আলোচনা

## “মুজিবনগর সরকার ও একটি রাষ্ট্রের জন্ম”

১৭ই এপ্রিল ঐতিহাসিক ‘মুজিবনগর দিবস’ স্মরণে বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ল’ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স (বিলিয়া) গত ১৭ এপ্রিল ২০২২, রবিবার, বিকেল ৩:০০টায় একটি গোল-টেবিল আলোচনার আয়োজন করে। বিলিয়া অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বিলিয়ার পক্ষ থেকে স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান। এতে সভাপতির বক্তব্য রাখেন বিলিয়ার চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার এম. আমির-উল ইসলাম। এছাড়াও অনুষ্ঠানে দেশের সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, বিচারপতি, পেশাজীবি, আইনজীবি ও গবেষক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

## অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান

অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান তাঁর স্বাগত বক্তব্যে মুজিবনগর সরকারের গঠনের প্রেক্ষাপট, তাৎপর্য এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের বাস্তবায়নে সেই সরকারের অনবদ্য ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি সংক্ষিপ্তভাবে ২৬শে মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা, ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠন, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র প্রণয়ন এবং ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে ১৭ই এপ্রিলের গুরুত্ব অপরিসীম - যে দিন পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে জন্ম নিয়েছিল নতুন একটি রাষ্ট্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ !

## ড. মাসুম বিল্লাহ

অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাসুম বিল্লাহ। তাঁর মতে, এ ধরনের অনুষ্ঠানের সফলতা হচ্ছে বড় মাপের মানুষদের সান্নিধ্য পাওয়া। ড. মাসুম বিল্লাহ মুজিবনগর সরকার সম্পর্কিত কয়েকবছর আগে ফেসবুকে তার দেয়া একটি স্ট্যাটাসের স্মৃতিচারণ করে বলেন, 'তাজউদ্দীন আহমেদ নামের বিচক্ষণ যে রাজনীতিবিদ ছিলেন তিনি খুব ভালো করেই জানতেন শুধুমাত্র স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বৈধতা এনে দিবে না। তাই তিনি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন অর্জনের গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন যার শুরুটা হয়েছিল ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে'।

তাঁর মতে, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র যে অসংশোধনযোগ্য সেই ব্যাখ্যাটা নতুন প্রজন্মকে দেয়া হচ্ছেনা, এখানে একটা শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র নিয়ে আরও গবেষণা করার সুযোগ আছে বলে তিনি মনে করেন। ড. বিল্লাহ দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'আমাদের জাতীয় জীবনে ৭ মার্চ, ২৬ মার্চ, ১৭ এপ্রিল এবং ১৬ ডিসেম্বর আলাদা তাৎপর্য রয়েছে যা আজ অনেকটা বিলীন হতে বসেছে, এসকল দিবসের পার্থক্য কি সেটার বোধোদয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে'।

## লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-উর-রশীদ

বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) এম হারুন-উর-রশীদ আখাউড়ার দক্ষিণে গঙ্গাসাগরে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অংশগ্রণের স্মৃতিচারণ করে বলেন, ২৭-২৮ মার্চ তারিখের মধ্যে প্রায় সব অঞ্চলেই বাঙ্গালির প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। আর সারা বাংলাদেশে এই বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ সংগ্রাম গুলোকে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং এটা যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তাকে

অনুধাবন করা ও স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য  সরকার গঠন করা জরুরি ছিল। এই সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল এবং তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় ১৭ এপ্রিল। আর এ কারণেই অন্যান্য জাতীয় দিবসগুলোর পাশাপাশি ১০ এপ্রিল ও ১৭ এপ্রিলকে জাতীয় দিবসের অন্তর্ভুক্ত করে ১৭ এপ্রিলকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তাব রাখেন জেনারেল হারুন। তিনি আরোও বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের লক্ষ্য ছিল "আমরা সাম্য চাই, মানবিক মর্যাদা চাই এবং সামাজিক সুবিচার নিশ্চিতকরণ চাই"। এই লক্ষ্য সমূহে অর্জনে সচেষ্ট হতে হবে এবং অর্জনের পথে বাঁধা দূরীকরণে কাজ করে যেতে হবে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।

## অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারকাত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে ইতিহাসকে বাস্তব ইতিহাস এবং লিখিত ইতিহাস এই দুই ভাগে ভাগ করেন। তিনি বলেন বাস্তব ইতিহাস এবং লিখিত ইতিহাসের মধ্যে ফারাক থাকে যা আমাদের দূর করা উচিত এবং আমাদের উচিত প্রজাতন্ত্রের এই নির্মোহ ইতিহাস নিজেরা জানা এবং অনদের জানানো। প্রফেসর  বারাকাত প্রজাতন্ত্রের এই ইতিহাস কে তিনটি স্তরে ভাগ করে সংক্ষেপে তাদের বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি দাবি করে বলেন যে সংবিধানের যে Basic Structure ছিল তা বাস্তবে আর রুপ লাভ করে নি। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন এই বলে যে, "বঙ্গবন্ধু যে উদ্দেশে 'স্বাধীনতা' এবং 'মুক্তি' শব্দ দুটি তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে বলেছিলেন তার সঠিক মর্ম আমাদের অনুধাবন করতে হবে"।

## এয়ার কমোডর (অবসরপ্রাপ্ত) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

নিরাপত্তা বিশ্লেষক এয়ার কমোডর (অবসরপ্রাপ্ত) ইশফাক ইলাহী চৌধুরী তাঁর বক্তব্যের প্রারম্ভে বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলামের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, ১৯৭১ সালের প্রেক্ষাপটে যে প্রচন্ড চাপের মধ্যে একজন তরুণ আইনজীবী একটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র রচনা করেলেন তা সত্যিই অভাবনীয়। তিনি তাঁর আলোচনায় নিজের কিছু অতীত স্মৃতি এবং অতিসম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার কথা তুলে ধরেন। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে অলোকিত ও অসাম্প্রদায়িক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সুবিচার ও সাম্য নিশ্চিতকরণের উপরও তিনি জোর দেন।

## বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী

বিচারপতি মোঃ আবু জাফর সিদ্দিকী তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই বিলিয়াকে সাধুবাদ জানান মুজিবনগর দিবসে গোল-টেবিল আলোচনা অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য। তিনি বলেন যেহেতু ১০ এপ্রিল এবং ১৭ এপ্রিলকে ঘিরেই পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের কার্যাবলী পরিচালিত হয় তাই এ দিন দুটোর গুরুত্ব অপরিসীম।

তিনি গভীর শ্রদ্ধাভরে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আর নেতৃত্বের কথা এবং জাতীয় চার নেতাকে স্মরণ করেন এবং বলেন তাঁদের যোগ্য নেতৃত্ব ব্যতীত মুক্তিযুদ্ধে ৯ মাসে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হতো না। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরার এবং লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব তুলে ধরেন। সকলের প্রতি তার শুভাশীষ ব্যক্ত করে এবং বিলিয়াকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

## তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ছেলে ও বাংলাদেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ তাঁর বক্তৃতায় বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে জাতীয় নেতাদের অবদান কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। জাতীয় নেতাদের জীবনী এবং কার্যাবলী তুলে ধরার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক সোনালী ভবিষ্যৎ উপহার দিতে পারি, আর এর জন্য ইতিহাসকে সঠিকভাবে সংরক্ষন

করা জরুরী। সোহেল তাজ আরও বলেন, আমরা সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছাতে পারিনি বলেই সমাজে এত বৈষম্য বিরাজমান। মুজিবনগর সরকারকে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ী সরকার হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়ে সোহেল তাজ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, মুজিবনগর সরকার আইনগতভাবে বাংলাদেশের প্রথম সরকার এবং পরবর্তী সকল সরকারের ভিত্তিমূল, তাই একে অস্থায়ী সরকার বলা যায় না, এটা ইতিহাস বিকৃতির শামিল। সোহেল তাজ আরও বলেন আমাদেরকে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন বাস্তব ইতিহাসের সাথে লিখিত ইতিহাস সাংঘর্ষিক না হয়ে যায়।

## মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম

মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী ঝিনাইদহের তৎকালীন এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম বলেন, মুজিবনগর সরকারের গঠনের মাধ্যমে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ অনন্য মাত্রা পেয়েছিল। তিনি আরও বলেন, মুজিবনগর সরকারকে অস্থায়ী বা প্রবাসী সরকার বলার কোনও সুযোগ নেই। মুজিবনগর সরকার আইনি ভিত্তিতে প্রথম সরকার। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা পেতে একটি বৈধ সরকারের প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেই ভিত্তি গড়ে উঠেছিল মুজিবনগর সরকারের গঠনের মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে সবারই অবদান আছে সুতরাং এ অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

## সিমিন হোসেন রিমি এম, পি,

বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের কন্যা ও গাজীপুর ৪ আসনের সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি এম, পি, বলেন, ইতিহাস নিয়ে একেবারেই কাজ হয়নি, তা নয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে যেসব দলিলপত্র রয়েছে, তা নিয়ে আরও অসংখ্য বই বের করা সম্ভব। কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে অবস্থিত প্রথম সরকারের কার্যালয়টি স্মৃতি হিসেবে সংরক্ষণ করার পরামর্শ দেন এই সাংসদ।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত ভারতের ঐতিহাসিক জায়গাগুলো সংরক্ষিত রাখা দরকার এবং ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গবেষণা হওয়া দরকার। তিনি দু:খ প্রকাশ করেন, বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধা ভাতা- এই দু'য়ের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলা হচ্ছে। তাঁর মতে, সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংবিধান বিষয়ে ক্লাস নেয়া উচিত এবং মুক্তিযুদ্ধে যাঁদের অবদান রয়েছে, তাঁদের সকলের ভূমিকা যথাযথভাবে তুলে ধরা উচিৎ।

## বিচারপতি ওবায়দুল হাসান

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান তাঁর বক্তব্যে ১০ এপ্রিল ও ১৭ এপ্রিলের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন যে ১০ তারিখের সরকার গঠন এবং ১৭ তারিখে তার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতিই বাংলাদেশের

স্বাধীনতা ঘোষণার স্বীকৃতি। তিনি আরোও বলেন, ১০ এপ্রিলে রচিত স্বাধীনতার ঘোষণপত্রই ছিলো বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে বছরে সংবিধান নিয়ে অন্তত একটি ক্লাস নেওয়া উচিৎ। বিলিয়াকে অনুষ্ঠানটি আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন।

## অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস-এর বঙ্গবন্ধু চেয়ারের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন উক্ত সভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১০ই এপ্রিল এবং ১৭ই এপ্রিল এর তাৎপর্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে তাজউদ্দীন আহমেদ এর অতুলনীয় ভূমিকার কথা বলেন সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের ভূমিকা নিয়ে তার বক্তব্য রাখেন। তিনি স্বাধীনতার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলেন- স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পটভূমি, স্বাধীনতার উদ্দেশ্য, সংবিধানের ভূমিকা। তিনি বলেন যে স্বাধীনতা ঘোষণার যে তিনটি উদ্দেশ্য ছিল- সাম্য, মানবিক মর্যাদা এবং সামাজিক সুবিচার,যার কোনটিই এই ৫১ বছরে বাস্তবায়িত হয়নি। তাঁর মতে মুজিবনগর সরকার হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিকভাবে বৈধ সরকার।

## শাহরিয়ার কবির

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির সভাপতি শাহরিয়ার কবির বলেন, রাষ্ট্রের সৃষ্টিতত্ত্ব হচ্ছে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র, যার বলে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। যারা স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তথা এ রাষ্ট্র এবং সংবিধানকে দীর্ঘদিন যাবৎ চ্যালেঞ্জ করে এসেছে তাঁদের কেন রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হবেনা সে বিষয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন।

স্বাধীনতার এত বছর পার হবার পরও কেন আজ অবধি দেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত কোন ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস কিংবা বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী রচিত এবং সংকলিত হলোনা, তিনি বিষয়টি নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ কামনা করেন।

## কাজী আরিফুজ্জামান

কাজী আরিফুজ্জামান, যুগ্মসচিব (ড্রাফটিং), আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, তাঁর বক্তব্যে স্বাধীনতার ঘোষণা ও এর আইনানুগ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, বাংলাদেশের বিভিন্ন আইনের কিছু কিছু ধারাকে পরিমার্জন করার মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকে জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদান এবং এর তাৎপর্য সমগ্র জাতির কাছে বিশদভাবে তুলে ধরা আবশ্যক। তবে তিনি

স্বীকার করেন যে, রাতারাতি কোন কিছু পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, বিশেষ করে তা যদি দেশের বিদ্যমান আইনের প্রসঙ্গ হয়। এ ক্ষেত্রে সবাইকে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে যেতে হবে বলে তিনি অভিমত ব্যাক্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে, "স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি একটি অনন্য দলীল এবং এটিই আমাদের প্রথম সংবিধান। আমাদের দেশের সর্বোচ্চ আদালত অনেকগুলো মামালার মাধ্যমে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন"।

## ব্যারিস্টার এম. আমির-উল ইসলাম

বিলিয়ার চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের রচয়িতা ব্যারিস্টার এম. আমির-উল ইসলাম উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতির বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি দু:খ প্রকাশ করে বলেন যে, মুজিবনগর দিবস যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে না। সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার- এই তিনটি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান বাংলাদেশে এই তিনটি বিষয় মারাত্মকভাবে নিগৃহীত। সংবিধান, মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাঁর মতে, অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে ঐতিহাসিক মূলনীতির আলোকে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর, ব্যারিস্টার তাপস কান্তি বল, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, এবং সাবেক অতিরিক্ত এটর্নি জেনারেল এম. কে. রহমান। তাঁরা আলোচ্য বিষয়ের উপর ব্যাখ্যা প্রদান এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন।